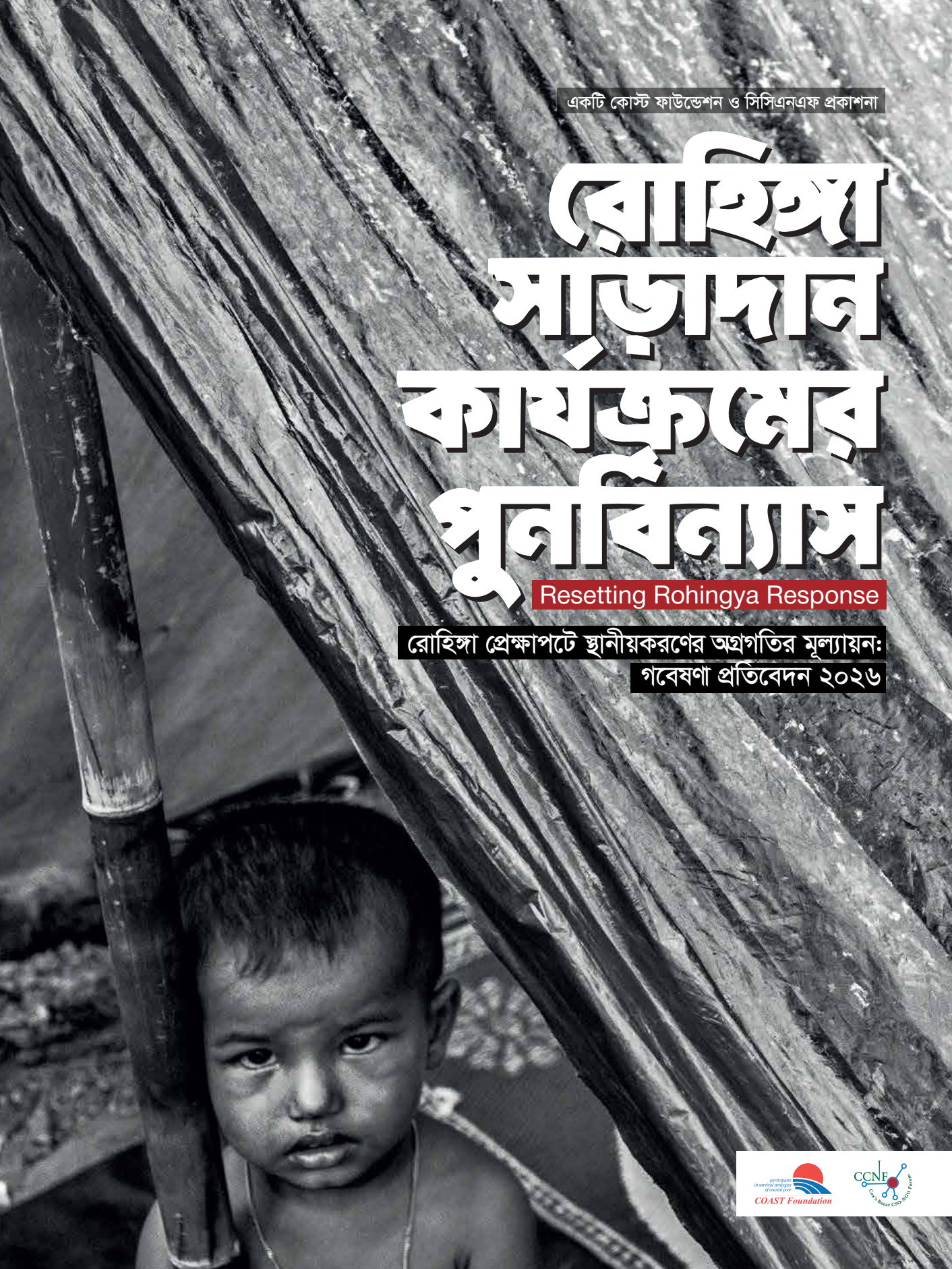
একটি কোস্ট ফাউন্ডেশন ও সিসিএনএফ প্রকাশনা

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস

Resetting Rohingya Response

রোহিঙ্গা প্রেক্ষাপটে স্থানীয়করণের অগ্রগতির মূল্যায়ন: গবেষণা প্রতিবেদন ২০২৬



COAST Foundation

CCNF

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের পুনর্বিন্যাস

Resetting Rohingya Response

রোহিঙ্গা প্রেক্ষাপটে স্থানীয়করণের অগ্রগতির মূল্যায়ন:
গবেষণা প্রতিবেদন ২০২৬



শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার
সেপ্টেম্বর ১২, ২০১৭

স্থানীয় নেতৃত্ব ও অংশীদারিত্বভিত্তিক মানবিক সাড়াদান: বর্তমান বাস্তবতা এবং সম্ভাব্য করণীয়

সূচনা

২০১৭ সালের আগস্ট মাসে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জান্তা সরকার কর্তৃক পরিচালিত ব্যাপক সামরিক অভিযান, জাতিগত নিধন, সহিংসতা, নির্যাতন ও অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে সাত লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। এরপর থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম শরণার্থী জনগোষ্ঠীগুলোর একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এসব সহিংসতা ও নিপীড়নকে বিভিন্ন মাধমে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। গত দশ বছর ধরে প্রায় ১৩ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করছেন। দীর্ঘদিন ধরে বিপুলসংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে বাংলাদেশের ওপর অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত ও নিরাপত্তাগত চাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে এই দীর্ঘস্থায়ী সংকটের বহুমুখী প্রভাব সবচেয়ে বেশি বহন করতে হচ্ছে।

গ্র্যান্ড বার্গেইন ফ্রেইমওয়ার্কের আওতায় স্থানীয়করণ বিষয়ে বৈশ্বিক অঙ্গীকার (যেমন: স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলোর নেতৃত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সরাসরি অর্থায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের ভূমিকা জোরদার করা) থাকা সত্ত্বেও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের নেতৃত্ব ও তহবিল বণ্টনে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর প্রাধান্য বজায় রয়েছে। একই সময়ে, বিশ্বব্যাপী মানবিক সংকট বৃদ্ধি এবং দাতা সংস্থাগুলোর তহবিল কমে যাওয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তা কার্যক্রম ব্যাপক সংকোচনের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে তহবিল বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। ফলশ্রুতিতে রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমও তীব্র তহবিল ঘাটতির মুখে পড়েছে।

এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক সমন্বয় কার্যালয় (UNOCHA) মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, দক্ষ ও স্থানীয় নেতৃত্বনির্ভর করার লক্ষ্যে "হিউম্যানিটারিয়ান রিসেট (Humanitarian Reset)" উদ্যোগ চালু করেছে। এ উদ্যোগের লক্ষ্য হলো দক্ষতা বৃদ্ধি, সমন্বয় কাঠামোকে আরও কার্যকর ও সুসংহত করা, পরিচালন ব্যয় কমানো এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা। হিউম্যানিটারিয়ান রিসেট কার্যক্রমকে এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনদের কাছে অধিকতর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও অর্থায়নের দায়িত্ব হস্তান্তরের ওপর গুরুত্বারোপ করে।

একই সঙ্গে, ক্লাস্টারভিত্তিক সমন্বয় ব্যবস্থার আওতায় স্থানীয়



নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা এবং সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টিও এতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ২০২৬ সালের বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা পরিকল্পনার প্রেক্ষাপটে সংকট-আক্রান্ত ও আশ্রয়দাতা উভয় জনগোষ্ঠীর জরুরি চাহিদা পূরণে অগ্রাধিকারভিত্তিক সম্পদ বরাদ্দ ও কার্যকর সাড়াদান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ উদ্যোগের প্রাসঙ্গিকতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, "রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে সহায়তার স্থানীয়করণ" গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের পরিচালন কাঠামো, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতিশীলতা, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অর্থায়নের ধরণ এবং বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যকার অংশীদারত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ার বর্তমান অবস্থা, কার্যকারিতা এবং বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণায় গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি মিশ্র গবেষণা (মিক্সড মেথড) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে সহায়তার স্থানীয়করণ-সংশ্লিষ্ট মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের পরিচালন ও শাসনব্যবস্থা, অর্থায়ন, সমন্বয় প্রক্রিয়া এবং অংশীদারত্বের দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাহিত্য ও গবেষণা পর্যালোচনা

গবেষণাটি কার্যকরভাবে সম্পাদন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা লাভের জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে:

- গ্রান্ড বার্গেইন-এর অঙ্গীকারসমূহ এবং মানবিক সহায়তার স্থানীয়করণ-বিষয়ক কাঠামো ও নির্দেশিকা;
- UNOCHA-এর "হিউম্যানিটারিয়ান রিসেট" উদ্যোগ-সংশ্লিষ্ট নথিপত্র;
- যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি);
- পুল্ড ফান্ড ব্যবস্থার নীতিমালা, নির্দেশিকা ও প্রতিবেদন;
- মানবিক সহায়তার স্থানীয়করণ, স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থার নেতৃত্ব এবং অংশীদারত্ব-বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা;
- বিভিন্ন অংশীদার সংস্থার সেক্টরভিত্তিক উপস্থিতি এবং কার্যক্রমের নথিপত্র এবং
- শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কার্যালয়ের বিভিন্ন সময়ের প্রকল্প অনুমোদন ও সংশ্লিষ্ট নথিপত্র।

শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার
সেপ্টেম্বর ১২, ২০১৭
ছবি: দীন মোহাম্মদ শিবলী/কোস্ট ফাউন্ডেশন



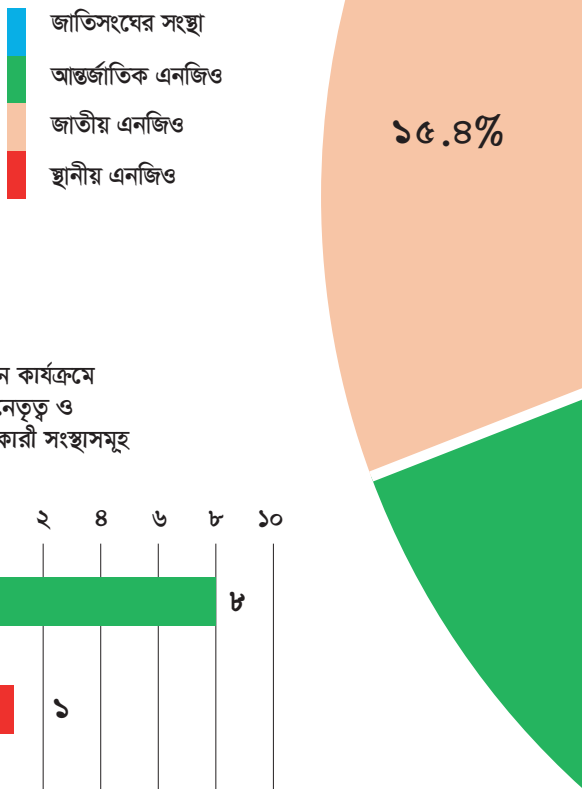
গবেষণার ফলাফল

জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন রোহিঙ্গা কো-অর্ডিনেশন টিম (আরসিটি)

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের সমন্বয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তদারকির ফোরাম হিসেবে রোহিঙ্গা কো-অর্ডিনেশন টিম (আরসিটি) কাজ করে। এ টিমে জাতিসংঘের সাতটি সংস্থা, দু'টি আন্তর্জাতিক এনজিও, দু'টি জাতীয় এনজিও এবং দু'টি স্থানীয় এনজিও রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, আরসিটিতে জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিত্ব সবচেয়ে বেশি, মোট প্রতিনিধিত্বের ৫৩.৮%।

উক্ত ফলাফলটি নির্দেশ করে যে, সমন্বয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জাতিসংঘের সংস্থাগুলো এখনও প্রভাবশালী অবস্থান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই টিমে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় এই তিন ধরনের এনজিওগুলোর প্রতিটিই তাদের প্রতিনিধিত্ব মোট প্রতিনিধিত্বের ১৫.৪% অংশগ্রহণ রয়েছে।

সারণি ১: ২০২৬ সালে আরসিটির প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাসমূহ

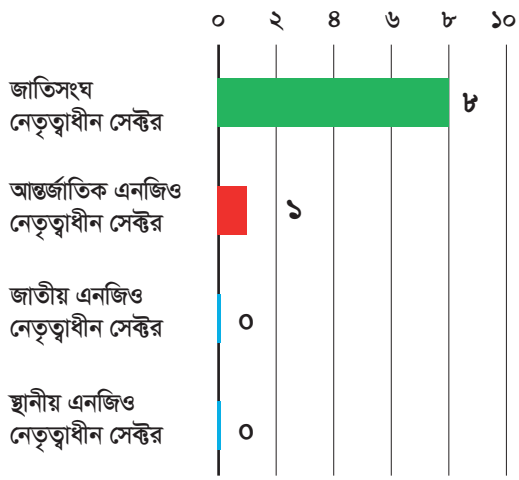


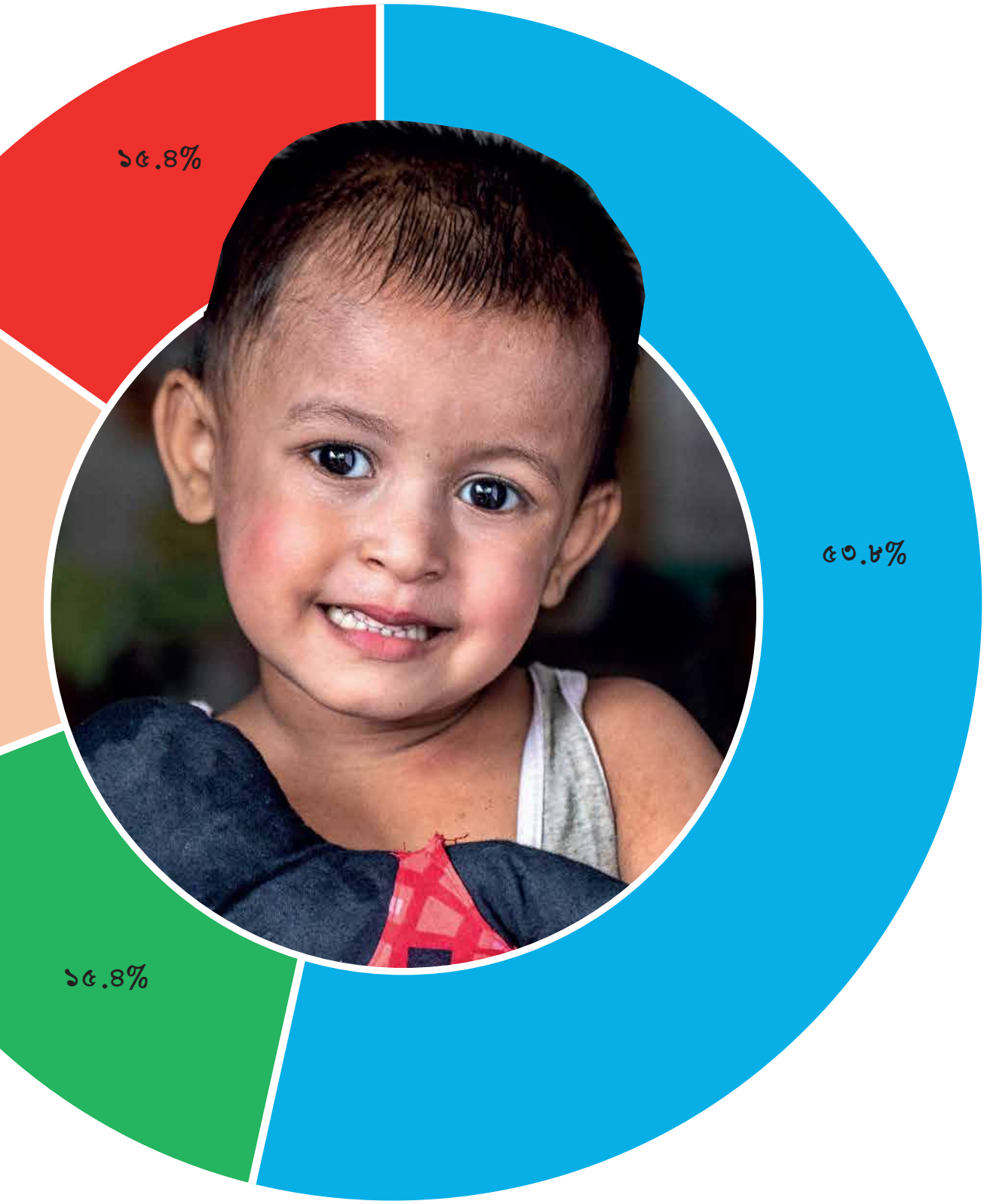
রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের সেক্টরভিত্তিক কো-অর্ডিনেশনে জাতিসংঘের ভূমিকা

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের কো-অর্ডিনেশন কাঠামোতে মোট আটটি প্রধান সেক্টর রয়েছে। এসব সেক্টরের সবগুলোই জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এর মধ্যে মাত্র একটি সেক্টরে আন্তর্জাতিক এনজিও এর সহ-নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছে। কোনো সেক্টরে নেতৃত্ব বা সহ-নেতৃত্বের দায়িত্বে জাতীয় বা স্থানীয় এনজিওগুলোর প্রতিনিধিত্ব নেই। শিক্ষা সেক্টরে ইউনিসেফ নেতৃত্বে প্রদান করছে এবং এই সেক্টরে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও, সেভ দ্য চিলড্রেন, সহ-নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করছে।

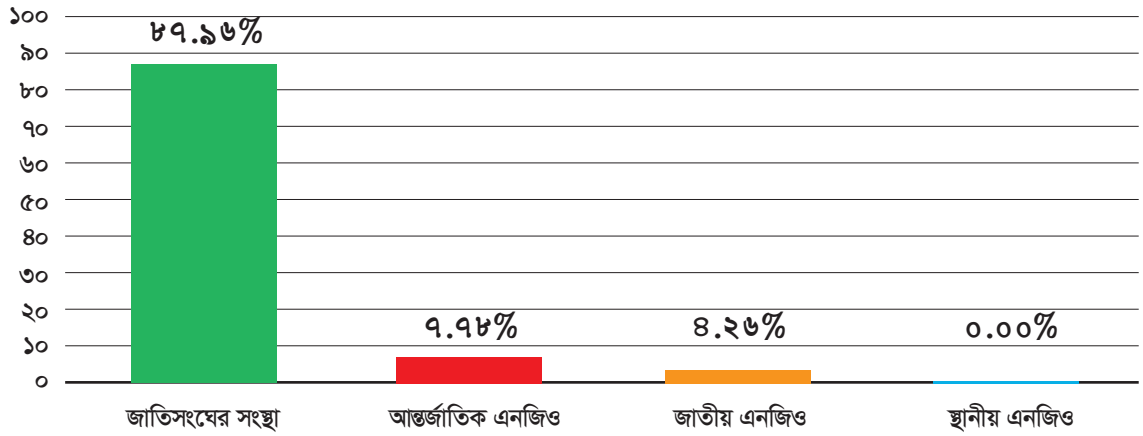
খাদ্য নিরাপত্তা সেক্টরে নেতৃত্বে রয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য সেক্টরের সমন্বয় করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। জীবিকায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন সেক্টরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা। এবং পুষ্টি সেক্টর ইউনিসেফের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। সুরক্ষা সেক্টরের নেতৃত্বে রয়েছে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর)। এই সেক্টরের অধীনে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (GBV) ও শিশু সুরক্ষার মতো সাব-সেক্টর রয়েছে। একইভাবে, পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সেক্টর এবং শেল্টার/খাদ্যযোগ্য নয় এমন সামগ্রী (NFI) সেক্টরের সমন্বয়ের দায়িত্বও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা পালন করে।

সারণি ২: রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃত্ব ও সহ-নেতৃত্বদানকারী সংস্থাসমূহ




১৫.৪%
৫৩.৮%
১৫.৪%

সারণি ৩: ২০২৬ সালে জেআরপি অর্থায়নে বিভিন্ন সংস্থার অংশীদারিত্বের হার (%)



যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি)–২০২৬–এ স্থানীয় এনজিওগুলোর জন্য সরাসরি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি

যৌথ সাড়াদান পরিকল্পনা (জেআরপি)-২০২৬ এর বিশ্লেষণে পাওয়া গেছে, রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগই জাতিসংঘের সংস্থাগুলো পেয়েছে। গবেষণায় ফলাফল অনুযায়ী, ২০২৬ সালে জেআরপি-এর আওতায় জাতিসংঘের সংস্থাগুলো মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৭.৯৬% পেয়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো পেয়েছে ৭.৭৮% এবং জাতীয় এনজিওগুলো পেয়েছে ৪.২৬%। কিন্তু স্থানীয় এনজিওগুলোর জন্য কোনো সরাসরি অর্থ বরাদ্দের তথ্য পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, জাতীয় এনজিওগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে আবার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চলে যাচ্ছে একটি বড় জাতীয় এনজিও এর কাছে (যারা সরাসরি অর্থগ্রহিতা সংস্থাগুলোর মধ্যে সপ্তম অবস্থানে রয়েছে)। এটি প্রায় সবসময়ই সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এর ফলে জাতীয় এনজিওগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল থেকে ছোট ও স্থানীয় পর্যায়ের এনজিওগুলোর সরাসরি অর্থায়নের সুযোগ সংকুচিত যাচ্ছে। ফলে রোহিঙ্গা সাড়াদানে স্থানীয়করণের অঙ্গীকারের বাস্তব প্রতিফলন এবং জেআরপি-এর অর্থায়ন কাঠামো ও গাইডলাইন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। গবেষণার ফলাফল থেকে আরও জানা যায় যে, গ্র্যান্ড বার্গেইন ফ্রেইমওয়ার্কের আওতায় স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অঙ্গীকার এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। স্থানীয়করণের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার হলো, স্থানীয় পর্যায়ের সংস্থাগুলোর জন্য সরাসরি অর্থায়ন বৃদ্ধি করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্বের সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা।

জাতীয় এনজিওগুলোর নেতৃত্বে প্রকল্প বাস্তবায়ন

২০২৫ সালের তিন মাসে (জুন থেকে আগস্ট) রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে বাস্তবায়নের জন্য শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের কার্যালয় থেকে মোট ৬৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় এনজিওগুলোর মোট ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন পেয়েছে, যা অনুমোদিত মোট প্রকল্পের প্রায় ৫০.৮%। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন পেয়েছে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো। তারা ২৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পেয়েছে, যা মোট প্রকল্পের ৪৪.৪%। অন্যদিকে, কক্সবাজারভিত্তিক এবং তুলনামূলক ছোট পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনাকারী স্থানীয় এনজিওগুলো সবচেয়ে কম প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন পেয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এ এলাকায় কাজ করে আসা সত্ত্বেও, তাদের মাত্র তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যা মোট প্রকল্পের মাত্র ৪.৮%।

প্রকল্পের মোট অর্থায়নের বন্টন চিত্র

২০২৫ সালের তিন মাসে (জুন থেকে আগস্ট) রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরগুলোতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন ধরনের সংস্থার মধ্যে অর্থের মোট বরাদ্দ কিভাবে করা হয়েছে, তা এই বিশ্লেষণে পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রতিটি ধরনের সংস্থা কতটি প্রকল্প পেয়েছে এবং তাদের জন্য কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য রয়েছে।

উৎস: http://www.rrrc.gov.bd, সেপ্টেম্বর ২০২৫

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয় এনজিওগুলোর অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জ

স্থানীয় এনজিওগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা সীমিত, এমন ধারণা প্রায়ই করা হয়। তবে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতে, এই ধারণার পক্ষে কোনো পর্যাপ্ত মূল্যায়নভিত্তিক প্রমাণ নেই। এই বিষয়ে তাদের বক্তব্য, স্থানীয় এনজিওগুলোর সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রচলিত দাবিগুলো যাচাই করার জন্য কোনো বেইসলাইন সমীক্ষা বা পদ্ধতিগত মূল্যায়ন কখনই করা হয়নি।

স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের আরও মনে করেন, আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা প্রায়ই দাতাদের কাছ থেকে সহায়তা সংগ্রহের একটি কৌশল হিসেবে "স্থানীয়করণ" এই ধারণাটি ব্যবহার করে। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন, অতীতে স্থানীয় এনজিওগুলো বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সরাসরি অর্থায়ন পেত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সরাসরি অর্থায়ন অনেকখানি কমে গেছে। ফলে স্থানীয় এনজিওগুলোর জন্য যোগ্য কর্মীদের ধরে রাখা এবং নিজেদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন স্থানীয় এনজিও থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করা হলেও প্রায়ই আন্তর্জাতিক এনজিও ও বড় জাতীয় এনজিওগুলো অর্থায়ন পেয়ে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি দেখিয়ে স্থানীয় এনজিওগুলোর প্রস্তাবিত প্রকল্প বাতিল বলে গণ্য করা হয়।

হিউম্যানিটারিয়ান রিসেট বাস্তবায়নে স্থানীয় নেতৃত্বের ঘাটতি

"হিউম্যানিটারিয়ান রিসেট" এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্যই হলো মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাকে এমনভাবে পরিবর্তন করা, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে সকল কার্যক্রমের নেতৃত্ব থাকে, বৈশ্বিক পর্যায় থেকে সহায়তা নিশ্চিত করা যায়, গৃহীত উদ্যোগগুলো স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় এবং যাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি বা যারা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

তবে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এ লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা এখন পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখতে পাননি। তাদের মতে, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের নেতৃত্ব স্থানীয় এনজিওগুলোর কাছে হস্তান্তরের জন্য আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোও পুরোপুরি প্রস্তুত নয়। একইভাবে, স্থানীয় এনজিওগুলোও এ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত নয়। বাস্তবে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো সাধারণত অন্য আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকেই অগ্রাধিকার দেয়, আর জাতিসংঘের সংস্থাগুলো জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে মানবিক সহায়তা ব্যবস্থায় জাতিসংঘের সংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর প্রাধান্য এখনো বজায় রয়েছে। স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতে, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের নেতৃত্ব এখনো প্রকৃত অর্থে স্থানীয় পর্যায়ে আসেনি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়ে গেছে। তাই হিউম্যানিটারিয়ান রিসেটের লক্ষ্য অর্জনে স্থানীয় এনজিওগুলোকে আরও অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করা এবং নেতৃত্ব ও অর্থায়নে তাদের কার্যকর সুযোগ নিশ্চিত করতে বাস্তবভিত্তিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

সংগঠনভিত্তিক শ্রেণিভেদ	বরাদ্দের পরিমাণ *(মিলিয়ন, টাকা)*	মোট বরাদ্দের পরিমাণ
আন্তর্জাতিক এনজিও	৩৩০	৬৩.৬%
জাতীয় এনজিও	১৭৬	৩৩.৯%
স্থানীয় এনজিও	১৩	২.৫%
মোট	৫১৯	১০০%

ব্র্যাক পরিচালিত পুল ফান্ডে স্থানীয় এনজিওগুলোর জন্য অর্থায়ন

রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয় এনজিওগুলোর অর্থায়নের সুযোগ বাড়াতে ব্র্যাক একটি পুল ফান্ড পরিচালনা করছে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে, এ তহবিলের অংশীদার সংস্থাগুলোর মধ্যে স্থানীয় এনজিওর সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কম। অধিকাংশ অংশীদারই জাতীয় পর্যায়ের এনজিও, যাদের বেশির ভাগের অবস্থান বা উৎপত্তি কক্সবাজার জেলায় নয়। প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, তহবিলের মাত্র ২২% পেয়েছে স্থানীয় এনজিও (৬টি)। অন্যদিকে, তহবিলের ৭৮% পেয়েছে জাতীয় এনজিও (২১টি)। এই ফলাফল, স্থানীয় এনজিওগুলোর জন্য নির্ধারিত তহবিলের বণ্টন ও স্থানীয়করণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নিয়ে জোরালো সন্দেহ তৈরি করে। তহবিলের অর্থায়ন কাঠামো স্থানীয় সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পরিচালিত হলেও, তহবিলের তুলনামূলক অল্প অংশই স্থানীয় এনজিওগুলোর কাছে পৌঁছেছে।

এই বিষয়ে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিরা বলেছেন, স্থানীয়করণ এবং স্থানীয় নেতৃত্বাধীন উদ্যোগ নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চললেও বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃত্ব দেওয়া অথবা বড় পরিসরে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তারা পর্যাপ্ত সহায়তা এখন পর্যন্ত পায়নি। তাদের মতে, স্থানীয় এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ, নেতৃত্বের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সরাসরি অর্থায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি।



উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার
সেপ্টেম্বর ১১, ২০১৭
ছবি: দীন মোহাম্মদ শিবলী/কোস্ট ফাউন্ডেশন







উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার
সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৭

কেইস স্টাডি

রোহিঙ্গা সংকট সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয়করণের ভুল ব্যাখ্যা

২০২৬ সালে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম রোহিঙ্গা সংকট সাড়াদান কার্যক্রমের আওতায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। প্রকল্পটিকে রোহিঙ্গা শরণার্থী ও আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর জন্য একটি স্থানীয় উদ্যোগনির্ভর সাড়াদান কার্যক্রম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কনসোর্টিয়ামটির নেতৃত্বে রয়েছে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও এবং এতে বাংলাদেশের ছয়টি এনজিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হলো, কক্সবাজারে স্থানীয় নেতৃত্বাধীন সাড়াদান কার্যক্রমগুলোকে সকলের সামনে তুলে ধরা। তবে, কনসোর্টিয়ামের ছয়টি সদস্য এনজিওগুলোর কোনোটিই কক্সবাজারভিত্তিক স্থানীয় এনজিও নয়।

এখানে প্রশ্ন আসে, কোনো স্থানীয় এনজিওকে অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত না করে একটি প্রকল্পকে প্রকৃত অর্থে কিভাবে স্থানীয় নেতৃত্বাধীন বলা যায়? স্থানীয় এনজিও এবং স্থানীয় নেতৃত্ব, উভয়েরই অনুপস্থিতি প্রকল্পে ঘোষিত স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ও এর প্রকৃত বাস্তবায়নের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান নির্দেশ করে। মনে রাখতে হবে, প্রকৃত স্থানীয়করণ নিশ্চিত করতে যোগ্য স্থানীয় এনজিওগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অংশীদারত্ব, অর্থায়ন ও নেতৃত্বে অর্থবহ অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা প্রয়োজন।

সম্পর্কভিত্তিক অর্থায়ন নাকি যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব?

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নয়জন স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধির মধ্যে পাঁচজনই জানিয়েছেন, রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে অংশীদারত্বের সিদ্ধান্ত সবসময় সাংগঠনিক যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নেওয়া হয় না। তাদের মতে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, গ্রুপভিত্তিক যোগাযোগ এবং ব্যক্তিগত/প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কিং, অনেক ক্ষেত্রে এসব সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। তারা আরও উল্লেখ করেন, আন্তর্জাতিক এনজিও বা জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে কিছু স্থানীয় এনজিও ধারাবাহিকভাবে অর্থায়ন পেয়ে আসছে। স্থানীয় এনজিও নেতাদের কেউ কেউ এ ধরনের অংশীদারত্বকে 'ব্যক্তিগত যোগাযোগনির্ভর' বা 'গ্রুপভিত্তিক' অংশীদারত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অন্যদিকে, মানবিক সহায়তা ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশকারী স্থানীয় এনজিওগুলো তুলনামূলকভাবে কম সহায়তা পেতে পারে বলে প্রতিনিধিরা মনে করেন। এসব অভিজ্ঞতা, অংশীদার নির্বাচন ও অর্থায়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তারা আরও বলেন, অংশীদারত্বের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়, বরং সাংগঠনিক সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা,

জবাবদিহিতা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে নেওয়া উচিত। পাশাপাশি, পূর্ববর্তী কাজের সাফল্য বিবেচনা করে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ মানদণ্ড অনুসরণ করা জরুরি।

তারা আরও জোর দেন, স্থানীয়করণ প্রক্রিয়াকে অর্থবহ করে তুলতে আন্তর্জাতিক অংশীজন ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে স্থানীয় পর্যায়ের মতামত ও বক্তব্যকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষ করে, যেসব এনজিও গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ ও চাহিদা তুলে ধরে, তাদের মতামতও অংশীদারত্ব ও অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

অংশীদারত্বের সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, ভৌগোলিক অবস্থান বা ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতার ভিত্তিতে নয়, বরং সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা, জবাবদিহিতা এবং পূর্ববর্তী কাজের সাফল্যের ভিত্তিতে নেওয়া উচিত। তারা আরও যোগ করেন, যোগ্যতার শর্ত পূরণকারী স্থানীয় এনজিওর জন্য মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে অংশীদারত্ব ও অর্থায়নের সুযোগ প্রাপ্তিতে ন্যায্য ও সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

তহবিলের কেন্দ্রীকরণ ও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ

সাম্প্রতিক সময়ে সিসিএনএফ এবং স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, কক্সবাজারে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের জন্য বারাদ্দকৃত তহবিলের একটি বড় অংশ একটি নির্দিষ্ট স্থানীয় এনজিও পাচ্ছে। আয়োজিত পরামর্শ সভাগুলোতে কয়েকজন স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে অংশীদার নির্বাচন ও অর্থায়ন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ন্যায্যতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা কক্সবাজারে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এমন একটি এনজিওর কথা উল্লেখ করেন, যার নেতৃত্ব এবং উৎপত্তি কোনটিই কক্সবাজার জেলায় নয়। অংশগ্রহণকারীদের মতে, এই এনজিওর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন: (১) এই এনজিও একটি মিশনারি উদ্যোগ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অতীতে এর লোগোর সঙ্গে ওই মিশনারির লোগোর উল্লেখযোগ্য মিল ছিল, যদিও সম্প্রতি লোগো পরিবর্তন করা হয়েছে, (২) এনজিওটির পরিচালনা পর্ষদের অধিকাংশ সদস্য একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের, (৩) এনজিওটির প্রধান বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন এবং একটি ধর্মীয় মিশনারির প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছেন এবং (৪) বর্তমানে কক্সবাজারে এর ১৬টির বেশি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার মধ্যে জাতিসংঘ থেকে ৪টি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ১২টির বেশি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতে, প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এই এনজিওকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকতে পারে, ফলে অর্থায়ন ও অংশীদারত্বের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সংস্থাটি অন্যদের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতে, এই এনজিওটি জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর সঙ্গে একাধিক প্রকল্পে অংশীদারত্বের সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু, কক্সবাজারভিত্তিক অন্যান্য স্থানীয় এনজিও একই ধরনের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হচ্ছে। তাদের মতে, এ ধরনের পরিস্থিতি অংশীদারত্ব ও অর্থায়ন প্রক্রিয়ার ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং এর ফলে অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা এসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর কয়েকজন আরও বলেন, মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে নির্দিষ্ট কিছু স্থানীয় এনজিও যেন অংশগ্রহণের সুযোগ না পায়, তার জন্য অনানুষ্ঠানিকভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকতে পারে। তাদের মতে, এ ধরনের বিষয় বা ঘটনাবলি প্রকল্পের অংশীদার নির্বাচন ও অর্থায়ন প্রক্রিয়ায় আরও বেশি স্বচ্ছতা, অন্তর্ভুক্তি এবং বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে নিয়ে আসে। স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিরা জোর দিয়ে বলেন,



স্থানীয়করণের অঙ্গীকার ও অংশীদারত্বের সুযোগ সম্পর্কে ধারণা

স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিরা রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে স্থানীয়করণ-সংক্রান্ত অঙ্গীকার এবং তার বাস্তবায়নের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাদের মতে, ইউএনএইচসিআরের স্থানীয়করণ নীতি ও অঙ্গীকার নিয়ে নিয়মিত কর্মশালা, আলোচনা এবং বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও অংশীদার নির্বাচন এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এসব অঙ্গীকারের প্রতিফলন সব সময় দেখা যায় না।

প্রতিনিধিদের মতে, অংশীদারত্বের সুযোগ এখনো মূলত আন্তর্জাতিক ও বড় জাতীয় সংস্থাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে ইউএনএইচসিআরের সঙ্গে সরাসরি কাজ করার সুযোগ স্থানীয় এনজিওগুলোর তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষ করে, কক্সবাজারে দীর্ঘদিন ধরে কার্যক্রম পরিচালনাকারী এবং দুই দশকেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্থানীয় এনজিওগুলোর এ পরিস্থিতি হতাশাজনক।

তারা আরও উল্লেখ করেন, ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা আগমনের আগে কক্সবাজারে কার্যক্রম না থাকলেও পরবর্তীকালে কিছু জাতীয় এনজিও বিভিন্ন অংশীদারত্বের মাধ্যমে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে। তাদের ধারণা, কিছু ক্ষেত্রে এসব এনজিও এমন



শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৭
ছবি: দীন মোহাম্মদ শিবলী/কোস্ট ফাউন্ডেশন

সুযোগ পেয়েছে, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং কক্সবাজারের প্রেক্ষাপটে ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকা স্থানীয় সংস্থাগুলোও পেতে পারত। এর ফলে স্থানীয় এনজিওগুলোর মধ্যে উপেক্ষিত হওয়ার বা পিছিয়ে পড়ার অনুভূতি তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতে, মানবিক সহায়তার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ক্রমেই কমে আসায় স্থানীয় এনজিওগুলোর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা এখন আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি জরুরি। বিশেষ করে জীবিকা উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যকারিতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে স্থানীয় অংশীদারদের সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে, স্থানীয়করণকে শুধু কর্মশালা আয়োজন ও নীতিগত আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, পাশাপাশি অংশীদার নির্বাচন ও অর্থায়নের সিদ্ধান্তেও এর বাস্তব প্রতিফলন থাকতে হবে। একই সঙ্গে, কক্সবাজারভিত্তিক অভিজ্ঞ স্থানীয় এনজিওগুলো যাতে রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন।

অংশীদারিত্বের ধরন: জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন সেক্টর

জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়ন সেক্টরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, এ সেক্টরের অংশীদারিত্বের সুযোগ প্রধানত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্তমানে এ সেক্টরে মোট ৬৫টি সক্রিয় অংশীদারিত্ব রয়েছে। এর মধ্যে ২৩% অংশীদারিত্বে আন্তর্জাতিক এনজিও যুক্ত রয়েছে, ৫% জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর অংশীদারিত্বের আওতায় পরিচালিত হয় এবং ১৮% কার্যক্রম সরাসরি আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সেক্টরে জাতীয় এনজিওগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের সংস্থা ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর সঙ্গে জাতীয় এনজিওগুলোর অংশীদারিত্বের হার ৭৩%। অন্যদিকে, স্থানীয় এনজিওগুলোর অংশীদারিত্বের হার মাত্র ৫%। এই চিত্র থেকে বোঝা যায়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার তুলনায় স্থানীয় সংস্থাগুলোর অর্থায়ন ও অংশীদারিত্বের সুযোগ অনেকাংশেই কম।

কেইস স্টাডি

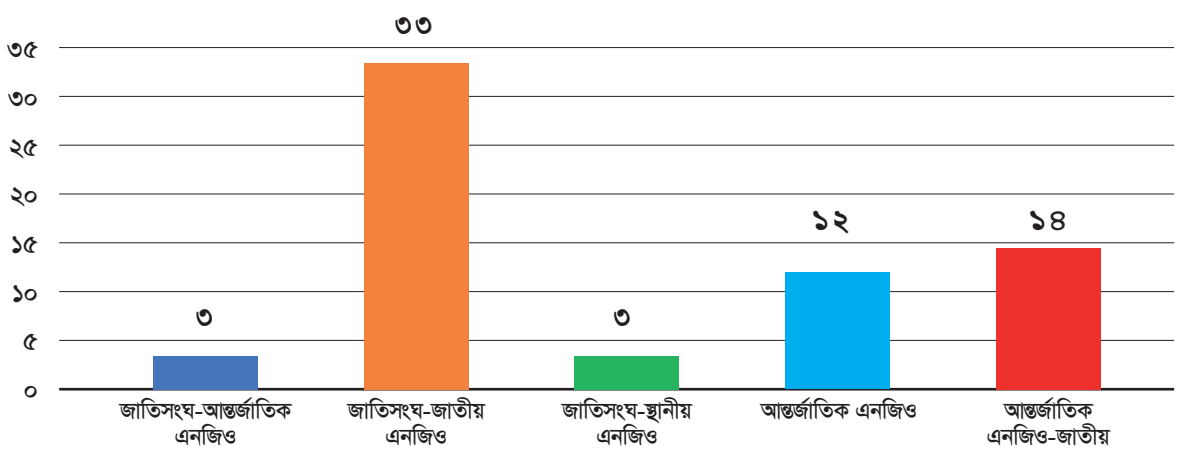
ইউএনএইচসিআরের স্থানীয়করণের অঙ্গীকার বনাম কক্সবাজারের বাস্তবতা

ইউএনএইচসিআরের স্থানীয়করণ প্রতিবেদন (২০২৪) অনুযায়ী, তাদের অর্থায়নপ্রাপ্ত অংশীদারদের ৮৭% স্থানীয় ও জাতীয় অংশীজন (Local and National Actors - LNA) হিসেবে দেখানো হয়েছে। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত এ হার ছিল ৮৫%। তবে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতে, স্থানীয়করণের অগ্রগতির এসব পরিসংখ্যানের সাথে ২০২৬ সালের অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাস্তবতার অসামঞ্জস্য রয়েছে। রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে ২০২৬-২০২৯ মেয়াদের অংশীদারত্ব চক্রের জন্য ইউএনএইচসিআর বাংলাদেশ ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করেছে। এর মধ্যে পাঁচটি আন্তর্জাতিক এনজিও, সাতটি জাতীয় এনজিও এবং একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, নির্বাচিত কোনো সংস্থাই কক্সবাজারভিত্তিক স্থানীয় এনজিও নয়।

এর অর্থ হলো, ইউএনএইচসিআরের সঙ্গে সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা স্বত্ত্বেও ২০২৬ সালে কক্সবাজারের স্থানীয় এনজিওগুলোর সঙ্গে সংস্থাটির কোনো সরাসরি অর্থায়নভিত্তিক অংশীদারত্ব নেই। এ সময়ে স্থানীয় সংস্থাগুলো তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা, স্থানীয় বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং সেবা প্রদানের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে।

স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের দৃষ্টিতে, অংশীদার নির্বাচনের এ চিত্র দেখে ইউএনএইচসিআরের ঘোষিত স্থানীয়করণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। একই সঙ্গে ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় সম্মুখ সারিতে কাজ করা স্থানীয় এনজিওগুলোর অভিজ্ঞতা ও অবদান অংশীদারিত্বের কাঠামোয় কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে, তা পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরে।

সারণি ৪: রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্বের ধরন





কেইস স্টাডি

স্থানীয় এনজিওগুলোর জন্য অর্থায়ন ও কাজের সুযোগ

স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিদের মতে, বাংলাদেশের একটি বড় এনজিও বিভিন্ন দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও জাতীয় এনজিও হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ। সংস্থাটি উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক সংস্থা, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রমসহ একাধিক উৎস থেকে অর্থায়ন পেয়ে থাকে। প্রতিনিধিদের ধারণা, একটি সংস্থার কাছে একাধিক উৎস থেকে অর্থায়ন গেলে স্থানীয় এনজিও ও নাগরিক সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোর জন্য ফান্ড পাওয়ার সুযোগ কমে আসতে পারে। ফলে কক্সবাজারভিত্তিক স্থানীয় এনজিওগুলোর সরাসরি অর্থায়ন পাওয়া এবং রোহিঙ্গা সাড়াদান কার্যক্রমে সঠিকভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ কমে যেতে পারে।

স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধিরা নাগরিক সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলোর জন্য আরও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থায়ন কৌশল গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন। তাদের মতে, স্থানীয় এনজিও ও কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠনগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য গড়ে তুলতে আরও সুযোগ ও সহায়তা প্রয়োজন। এতে এসব সংগঠন মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা, চাহিদা ও উদ্বেগ আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরতে পারবে।



উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার
সেপ্টেম্বর ১৪, ২০১৭
ছবি: দীন মোহাম্মদ শিবলী/কোস্ট ফাউন্ডেশন


COAST

পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সেক্টর অংশীদারিত্বের ধরন ও স্থানীয় এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ

উপরোক্ত সেক্টরের অংশীদারিত্বের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাস্তবায়নকারী অংশীদার হিসেবে জাতীয় এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ সবচেয়ে বেশি, যা মোট অংশীদারিত্বের ৫৫%। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ ৩৬%, আর স্থানীয় এনজিওগুলোর অংশগ্রহণ মাত্র ৯%। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, এই সেক্টরের অধিকাংশ কার্যক্রম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেখানে স্থানীয় এনজিওগুলোর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম। স্থানীয় এনজিওগুলোর অংশীদারত্বের হার মাত্র ৯%, যা এই সেক্টরে অর্থায়ন ও অংশীদারিত্বের বিচারে তাদের



সীমিত প্রবেশাধিকারকে তুলে ধরে। সুতরাং, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই সেক্টরে স্থানীয় এনজিওগুলোর উপস্থিতি এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে তাদের প্রকৃত ভূমিকার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়।

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প, উখিয়া, টেকনাফ, কক্সবাজার
সেপ্টেম্বর ৩, ২০১৮
ছবি: দীন মোহাম্মদ শিবলী/কোস্ট ফাউন্ডেশন



সুপারিশসমূহ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো উপস্থাপন করা হলো:

১) মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃত্ব ও সহ-নেতৃত্বের পদে স্থানীয় এনজিওর প্রতিনিধিত্ব অন্তত ৫০% এ উন্নীত করতে হবে।

২) স্থানীয় এনজিওগুলোর সরাসরি অর্থায়ন বৃদ্ধি এবং স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব ও মালিকানা জোরদার করতে জাতিসংঘের সংস্থা এবং অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলোকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

৩) তহবিল বণ্টনে স্বচ্ছতা, সহজ আবেদন প্রক্রিয়া ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে পুল ফান্ড ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে।

৪) স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় এনজিওগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা বাড়াতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করতে হবে।

৫) গ্র্যান্ড বার্গেইন ও হিউম্যানিটারিয়ান রিসেটের অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সময়সীমা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনাসহ একটি স্থানীয়করণ কৌশল ও রোডম্যাপ তৈরি করতে হবে।

৬) স্থানীয় নেতৃত্বে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মতামত ও চাহিদার প্রতিফলন নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের প্রতি জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে।

৭) স্থানীয়করণ-বিষয়ক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিয়মিত মূল্যায়ন ও প্রকাশের জন্য একটি কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

৮) সিসিএনএফ-এর মতো স্থানীয় এনজিও নেটওয়ার্কগুলোর ভূমিকার স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের সাংগঠনিক সক্ষমতা ও কার্যকর অংশগ্রহণ বাড়াতে সহায়তা করতে হবে।



শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার, সেপ্টেম্বর ১৩, ২০১৭
ছবি: দীন মোহাম্মদ শিবলী/কোস্ট ফাউন্ডেশন

সম্পাদকীয় পর্ষদ

উপদেষ্টা

এম রেজাউল করিম চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, কোস্ট ফাউন্ডেশন

গবেষক

মোঃ শাহিনুর ইসলাম
সহকারী পরিচালক-হিউম্যানিটারিয়ান রেসপন্স
কোস্ট ফাউন্ডেশন
shahin@coastbd.net

মোঃ ইকবাল উদ্দিন
যুগ্ম পরিচালক-এমইএল এবং গবেষণা
কোস্ট ফাউন্ডেশন

অনুবাদক

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রধান-এমইএল ও সামাজিক উন্নয়ন
কোস্ট ফাউন্ডেশন

প্রকাশক

কোস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে অক্টোবর ২০২৬-এ প্রকাশিত

তথ্যচিত্র আলোকচিত্রী

দীন মোহাম্মদ শিবলী
শিল্প সম্পাদনা ও পৃষ্ঠাসজ্জা
জেসন সাব্বির ঢালী

প্রোডাকশন: **এক্সফ্যাক্টর**, ঢাকা, বাংলাদেশ
প্রিন্টার: লাবিবা প্রিন্ট লিংক, ঢাকা, বাংলাদেশ

কপিরাইট © সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
বই প্রকাশের কপিরাইট COAST Foundation-*এর অধীনে রয়েছে* (info@coastbd.net)
এই বইয়ে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলোর কপিরাইট দীন মোহাম্মদ শিবলী-র (প্রকাশনায় নাম উল্লেখ আছে) অধীনে রয়েছে
(dinmuhammadshibly@gmail.com)



কোস্ট ফাউন্ডেশন
মেট্রো মেলোডি, বাড়ি ১৩, রোড ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০২ ২২৩৩১৪৭২৯, ০২ ৪১০২৫৮৮৯,
০২ ৪১০২৫৮৯০, ০২ ৪১০২৫৮৯২
ইমেইল: info@coastbd.net

www.coastbd.net **www.cxb-cso-ngo.org**

participates in survival strategies of coastal poor
COAST Foundation

CCNF
Cox's Bazar CSO-NGO Forum